বাংলা বিভাগ, শৈলজানন্দ ফাল্গুনী স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, বীরভূম

Objective Type Question & answer **for 4th Sem. (Hons)**

Prepared by
Dr. Ajoy Saha
Astt. Prof. of Bengali

CC – 10 : বিষয় : নীলদর্পণ

০২ নম্বরের প্রশ্ন : বিষয়ভিত্তিক সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত (দ্বিতীয় পর্ব)

১৩। 'নীলদর্পণ' নাটকটি মোট ক'টি অঙ্ক ও গর্ভাঙ্কে বিভক্ত ?

উত্তর : 'নীলদর্পণ' নাটকটি পাঁচটি অঙ্ক ও মোট আঠারটি গর্ভাঙ্কে বিভক্ত।

১৪। যে নীলকর সাহেবদ্বয়ের কথা নাটকে আছে তাঁদের নাম লেখ।

উত্তর : নাটকে যে দুজন নীলকর সাহেবের কথা আছে তাঁরা হলেন 'বড় বাবু' অর্থাৎ আই. আই. উড এবং 'ছোটো বাবু' অর্থাৎ পি. সি. রোগ।

১৫। নাটকে কোন কোন চরিত্রের মৃত্যু দেখানো হয়েছে ?

উত্তর : নাটকটিতে মোট পাঁচ জনের মৃত্য ঘটেছে – গোলোকচন্দ্র বসু, ক্ষেত্রমণি, নবীনমাধব, সরলতা এবং সাবিত্রী।

১৬। নাটকে গোলোক বসুর মৃত্যু কোথায়, কীভাবে ঘটেছে এবং কোন গর্ভাঙ্কে সে কথা আছে ?

উত্তর : মিথ্যা মামলায় জেল ও জরিমানা হওয়ার অপমানে গোলোক বসু ইন্দ্রাবাদের জেলখানায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

গোলোক বসুর মৃত্যুর দৃশ্য নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে দেখানো হয়েছে।

১৭। নবীনমাধবের মৃত্যু কীভাবে ঘটেছে ? নাটকের কোন গর্ভাঙ্কে সে কথা আছে ?

উত্তর : পিতার মৃত্যুর পর নবীনমাধব বড়বাবু উড সাহেবের কাছে গিয়ে এবছর পুষ্করিণীর পাড়ে নীল চাষা না করার অনুরোধ করেন, ৫০ টাকা সেলামি দিয়ে বলেন অন্তত শ্রাদ্ধের সময়কাল পর্যন্ত যেন তা বন্ধ থাকে। এতে উড সাহেব অত্যন্ত অপমানসূচক কথা বলে পায়ে বুটের আঘাত করেন। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে নবীনমাধব উড সাহেবের বুকে সজোরে পদাঘাত করেন। এরপর

লেঠেলদের মার এবং উড সাহেবের লাঠির আঘাতে মাথা ফেতে গিয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

নবীনমাধবের মৃত্যুর কথা নাটকের পঞ্চম অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আছে।

১৮। নাটকে ক্ষেত্রমণিকে কে অত্যাচার করেন ? সেই দৃশ্য নাটকের কোন গর্ভাঙ্কে আছে ? তাঁকে কারা উদ্ধার করেন ?

উত্তর : সাধুচরণের অন্তঃসত্ত্বা কন্যা ক্ষেত্রমণিকে ছোটোবাবু রোগ সাহেব অত্যাচার (ধর্ষণ) করেন। এই দৃশ্য নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বর্ণিত হয়েছে।

রোগসাহেবের অত্যাচারের হাত থেকে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করেন নবীনমাধব ও তোরাপ।

১৯। ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগসাহেবের অত্যাচারের পরিণতি কী হয়েছিল এবং সে কথা নাটকের কোন গর্ভাঙ্কে আছে ?

উত্তর : রোগসাহেবের অত্যাচারের ফলে ক্ষেত্রমণির গর্ভপাত ঘটে এবং মৃত্যু হয়। এই ঘটনা নাটকের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বর্ণিত হয়েছে।

২০। নীলকর সাহেবদের আর কী কী নামে ডাকা হয়েছে ?

উত্তর : 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকর সাহেবদের 'নীলযম', 'নীলি', 'নীল মামদো', 'নীলবাঁদর' নামে অভিহীত করা হয়েছে।

২১। 'নীলদর্পণ' নাটকে ব্যবহৃত কয়েকটি ছড়ার উল্লেখ কর।

উত্তর : 'নীলদর্পণ' নাটকে দীনবন্ধু যে ছড়াগুলি উল্লেখ করেছেন তার কয়েকটি হল –

ক) "জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।।" (দ্বিতীয় রাইয়ত, তোরাপ)

খ) "ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজেছো কই।।" (চার জন পাঠশালার শিশু)

গ) "বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীল যমে আর রক্ষা নাই।।" (গোপীনাথ)

ঘ) "বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি।" (সৈরিন্ধ্রী)

ঙ) "ভাল ভাল করে গেলাম কেলোর মার কাছে।
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে।" (তোরাপ)

২২। "বড়বাবুর কিন্তু ভেলা সাহস।" – বড়বাবু কে ? তাঁর কোন সাহসের পরিচয় বক্তা দিয়েছেন ?

উত্তর : আলোচ্য সংলাপে বড়বাবু বলতে নবীনমাধবকে বোঝানো হয়েছে।

সাধুচরণ গোলোক বসুকে নবীনমাধবের অসীম সাহসিকতার যে নিদর্শন দিয়েছেন তা হল – নীলকর সাহেব নবীনমাধবকে বলেছিলেন, সে যদি আমিন খালাসির কথা না শোনে এবং তার চিহ্নিত জমিতে নীল চাষ না করে তাহলে বাড়িসুদ্ধ নদীর জলে ফেলে দেবেন, আর তাকে কুঠিতে বন্দি করে রাখবে। এর উত্তরে নবীনমাধব বলেছিলেন, 'আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়া না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছার।'

২৩। "কিন্তু আমার মানস একবার মোকদ্দমা করা।" – একথা কে বলেছেন ? কোন প্রসঙ্গে বলেছেন ?

প্রশ্নোদ্ধৃত কথাগুলি নবীনমাধব তাঁর পিতা গোলোকচন্দ্র বসুকে বলেছিলেন ?

সাধ্যাতিরিক্ত জমিতে নীল চাষ করতে গিয়ে চূড়ান্ত দুরবস্থার সম্মুখীন হলেও গোলোক বসু যখন বলেছিলেন, 'সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না', তখন তরুণ নবীনমাধব প্রতিরোধ করার মানসিকতাটি ব্যক্ত করেছেন।

২৪। "সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা – নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের দলে।" – সংলাপটি কার ? 'সাগর' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ? 'নাড়' শব্দের অর্থ কী ? 'দুটো দল' কী কী ? 'আজাদের' বলতে কার কথা বলা হয়েছে ?

উত্তর : সৈরিন্ধ্রীর বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে আদুরী আলোচ্য সংলাপটি বলেছেন।

'সাগর' বলতে বিধবা বিবাহের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বোঝানো হয়েছে।

'নাড়' শব্দটি এসেছে - রণ্ডা > রাঁড় > নাড়। এর অর্থ বিধবা।

বিধবা বিবাহের প্রবর্তন কে কেন্দ্র করে হিন্দু সমাজ সমকালে দুটি দলে বিভক্ত হয়েছিল। একদিকে প্রগতিশীল মানুষেরা, যাঁরা বিধবাবিবাহকে সমর্থন করেছেন ; আর বিপরীতে রক্ষণশীল সম্প্রদায়, যাঁরা বিধবাবিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন।

'আজাদের' বলতে বক্তা বিধবাবিবাহ বিরোধী রাজা রাধাকান্ত দেবের কথা বলেছেন।

২৫। "ঢাকাই জালার কাছে ঠাণ্ডা জলের কুঁজো।" – প্রবাদমুলক এই সংলাপটি কার ? 'ঢাকাই জালা'

এবং 'ঠাণ্ডা জলের কুঁজো' বলতে বক্তা কী বোঝাতে চেয়েছেন ?

উত্তর : উড সাহেবের অত্যাচারের কথা নবীনমাধব সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে পারেন এমন সংশয় ব্যক্ত করলে দেওয়ান গোপীনাথ আলোচ্য প্রবাদমূলক সংলাপটি বলেছেন।

উড সাহেব ভীতিমূলক সংশয়ে খবরের কাগজের কথা বললে তাঁকে তোষামোদ করে গোপীনাথ বলেছিলেন, 'আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না'। তাই 'ঢাকাই জালা' হল নীলকর সাহেবদের সমর্থনকারী পত্রিকা, যথা 'ইংলিশম্যান', 'হরকরা' ; আর 'ঠাণ্ডা জলের কুঁজো' হল নীলচাষীদের সমর্থক পত্রিকা, যেমন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'।

২৬। কোন পত্রিকার সম্পাদক 'নীলদর্পণে'র বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মানহানির মামলা করেছিলেন ?

উত্তর : 'ইংলিশম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ওয়াল্টার ব্রেট ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই 'নীলদর্পণে'র বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মানহানির মামলা করেছিলেন।

****